জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় পাঁচ প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর



প্রধানমন্ত্রী তারেক। ছবি: সংগৃহীত

জলবায়ু ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর জন্য আন্তর্জাতিক অর্থায়নের অন্তত ৫০ শতাংশ অভিযোজন খাতে বরাদ্দের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। একই সঙ্গে ঋণ নয়, অনুদান ও সহজ শর্তে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার (১২ নভেম্বর) তুরস্কের আন্তালিয়ায় কপ-৩১ সম্মেলনের উচ্চপর্যায়ের অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে পাঁচ দফা প্রস্তাব তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রস্তাবগুলোর মধ্যে রয়েছে জলবায়ু অর্থায়নের বড় অংশ অভিযোজন খাতে ব্যয়, ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর ঋণ ছাড়, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে সহজ প্রবেশাধিকার, নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরে সহায়তা এবং ন্যায্য জ্বালানি রূপান্তরের জন্য ‘বেলেম-আনতালিয়া অ্যাকশন মেকানিজম’ গ্রহণ।

ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণে বাংলাদেশের অবদান ০.৫ শতাংশেরও কম হলেও দেশটি জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম ঝুঁকিতে রয়েছে। এ পরিস্থিতিতেও সরকার টেকসই ও জলবায়ু সহনশীল অর্থনীতি গড়ে তুলতে কাজ করছে।

তিনি জানান, ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের বিদ্যুতের ২০ শতাংশ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদনের লক্ষ্য রয়েছে। পাশাপাশি চার হাজার মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন, আগামী পাঁচ বছরে ২৫ কোটি গাছ লাগানো এবং ২০ হাজার কিলোমিটার নদী-খাল খননের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর আর্থিক সক্ষমতা সীমিত। এর সঙ্গে ঋণের বোঝা পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করছে। তাই আন্তর্জাতিক সহায়তা হতে হবে ন্যায্য ও সহজলভ্য।

ভাষণের শেষাংশে কপ-৩১ থেকে অর্থবহ ও ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত আসার প্রত্যাশা জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, জলবায়ু সংকটে সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।